বসন্ত বিলাস

মাহমুদা রুনু

স্প্রিং, বসন্ত নয়
এখানে এখন স্প্রিং ।
কাব্যপ্রেমী বন্ধু বলেন, বসন্ত ।
অপুর্ব তাড়নায় অন্তরের নিভৃত টান,
শ্রুতির গভীরে কুউ কুউ পাখীর তান ।
পথে পথে সহস্র জানা অজানা ফুল,
পাতাগুলো শৈত-জড়তা ভেঙ্গে
হুরমুর করে যেন সবুজকে মুড়িয়ে
নিলো অঙ্গে, বিবিধ ঢঙ্গে ।

ক্যালেন্ডারের তারিখ দেখে দোকানী
পসরা সাজায়, স্প্রিং ফ্যাশনে ।
এরা সইতে পারেনা পুস্পরেনু -
হে-ফিবার প্রতিকারের বিজ্ঞাপন,
প্রজ্ঞাপন ভাইরাল প্রতিকারের ।

জীবনের আধেক কেটে গেছে
এই স্বচ্ছ পরিচ্ছন্ন আন-পলুউটেড নগরে ;
তবুও কেন বসন্ত খোঁজা এই স্প্রিং-এ ?

কেন খোজা কৃষ্ণচুড়া, পলাশ আর শিমুলের
লালে লাল ঢাকার আকাশ ?
অসংখ্য হলুদ শাড়ি, লাল টিপ,
চুলে গোজা দুটো হলুদ গাদা -
হয়ত সাথে আছে একজন বন্ধু,
নতুবা একঝাক হলুদ বেশ তরুনী ।
অথবা ——-
দেশী দশের বসন্ত পসরা থেকে যত্নে কেনা পাঞ্জাবীটা গায়ে
একজন তরুন একগোছা পলাশ হাতে -
টি এস সির একটুকরো সবুজে অপেক্ষমান
সেই হলদে পাখীর জন্য;
যাকে আজ বলবে তার জীবনের সবচেয়ে
মধুর একটি শব্দ ‘ভালবাসি’ ।
বিষাক্ত বুড়িগঙ্গা,
জানজটে স্থবীর রাজপথ,

দুর্গন্ধময় খোলা ম্যানহোলের ফুটপাথ -
টোকাইরা দৌড়ে দৌড়ে হাকে
‘দুইডা ফুল নেন আফা’।

সৃতির স্লাইডে বসন্ত বিলাস ।
স্প্রিং এর দেশে বসন্ত বিলাস ।

‘কবিতা-বিকেল’ এর সুহৃদদের
বলেছি বসন্ত বেশে সাজতে ।
হায়রে ! নিজের ওয়াডরোবের
আনাচে কানাচে খুজেও পেলামনা
একটা বাসন্তি বেশ,
নিদেনপক্ষে একটি দোপাট্টা ।
না নেই, আমার জীবনে কোন বাসন্তি রং নেই
নেই কোন বসন্ত বিলাস ।
একটা সুন্দর বাগান ছিল আমার
হ্যা বন্ধু - বলছি ছিল, ওটা নেই ।
উপড়ে ফেলেছি সমস্ত ফুলগাছ
যেগুলো আমাকে জানাতো স্প্রিং এর বারতা ।
ওখানে জন্মেছে আগাছা ।
নিষ্ঠুরহাতে সুন্দরকে উপড়ে ফেলেছি ।
করেছি -
বাস্তবের ছুটেচলা যান্ত্রিক জীবনের সাথে সন্ধি ।

অন্তর থেকে তোমাদের জানাচ্ছি
বসন্তের শুভেচ্ছা এই স্প্রিং এ -
শেকরছেড়া সেইসব বন্ধুদের ।
যারা প্রত্যেকটাদিন অন্তত একটিবার
কল্পনার দ্রুতযানে চলে যান
ওইখানে —-
 স্প্রিং এর দেশের সফল জীবনের
জন্ম যে বসন্তের দেশে ।
এ আমার বসন্ত বিলাস
দিলেম তোমায় ।

২১ সেপ্টেম্বর ২০১০